বাংলাদেশ উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন অফিসার সমিতি

প্রধান কার্যালয়ঃ ইনস্টিটিউশন অব ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার্স বাংলাদেশ, ১৬০/এ, কাকরাইল, ঢাকা-১০০০।
অস্থায়ী কার্যালয়ঃ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর (৪র্থ তলা), ৯২-৯৩ মহাখালী, ঢাকা-১২১২।

উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন অফিসার সমিতি'র ১ম সভা'র কার্যবিবরণীঃ

সভাপতি	:	মীর মোর্শেদ রানা
সঞ্চালনা	:	রেফাউল আজম, সাধারণ সম্পাদক
সভার স্থান	:	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের কনফারেন্স রুম (২য় তলা)
তারিখ	:	২১/১১/২০২৫ খ্রিঃ
সময়	:	সকাল ১০.০০ টায়
উপস্থিতি	:	পরিশিষ্ট-'ক' অনুযায়ী

পবিত্র কোরআন তেলাওয়াত ও গীতা পাঠঃ

(ক) জনাব জাকারিয়া আলম, যুগ্ম সম্পাদক, পবিত্র কোরআন তেলাওয়াত করেন।
(খ) জনাব আশীষ কর্মকার, নির্বাহী সদস্য (ময়মনসিংহ), গীতা পাঠ করেন।

সভাপতির বক্তব্যঃ

সভার সভাপতি বাংলাদেশ উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন অফিসার সমিতি'র ১ম 'সভায় উপস্থিত সম্মানিত সদস্যদের স্বাগত জানান এবং কুশল বিনিময় করেন। সভার শুরুতে শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করেন সাবেক সভাপতি মৃত আব্দুল মান্নান মহোদয় কে ও জনাব মোহাম্মদ আক্কেনেওয়াজ, পিআইও, কুষ্টিয়া সদর, কুষ্টিয়া (সাবেক), জনাব মো: হাসান মাহাবুব খান, পিআইও, বকশীগঞ্জ, জামালপুর (সাবেক), জনাব মো: আজিজুল ইসলাম, পিআইও, ফরিদপুর, পাবনা (সাবেক), জনাব মো: মজনুর রহমান, পিআইও, ধনবাড়ী, টাঙ্গাইল (সাবেক), জনাব মোঃ ফিরোজ আহম্মেদ, পিআইও যশোর সদর, যশোর (সাবেক), জনাব রতন কুমার রায় নায়েক, পিআইও, আটোয়ারী, পঞ্চগড় (সাবেক) এবং জনাব আব্দুল্লাহ আল মামুন, পিআইও, মান্দা, নওগাঁ (সাবেক) কে। তাদের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করেন।

সভাপতি উপস্থিত সদস্যবৃন্দের উদ্দেশ্যে বলেন, গত ১৫ নভেম্বর ২০২৫ খ্রি. তারিখ সুন্দর, সুষ্ঠ পরিবেশে বাংলাদেশ উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন সমিতির নির্বাহী পরিষদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচন সংশ্লিষ্ট সকলকে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে বলেন আমরা উপজেলার সকল কর্মকর্তার কাছ থেকে প্রতিশ্রুতি দিয়ে আসছি। আমাদের কাজ করতে হবে। কি কি বিষয়ে কাজ করা যায় তার একটি রোড ম্যাপ করে অগ্রণী ভূমিকা রাখতে হবে। সে আরো বলেন, আপগ্রেডেশন, নিয়োগ বিধি ও অর্গানোগ্রাম হালনাগাদ করণ, পরিপত্র সংশোধন, বদলী নীতিমালা, গঠনতন্ত্র সংশোধনসহ সার্বিক বিষয়ে সভায় আলোচনা করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং যে সকল নির্বাহী কমিটির সদস্যগণ সভায় অনুপস্থিত থাকবেন তাদের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে।

সভাপতি অদ্যকার সভা সঞ্চালনা করার জন্য জনাব রেফাউল আজম, সাধারণ সম্পাদক কে অনুরোধ করেন।

সাধারণ সম্পাদকের বক্তব্যঃ

সাধারণ সম্পাদক সকল নব-নির্বাচিত সদস্যগণকে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করেন। তিনি বলেন আমরা এক এবং অভিন্ন, আমাদের লক্ষ্য নির্ধারিত -চূড়ান্ত সফলতা ও সম্মিলিত প্রচেষ্টায় অচিরেই আমাদের স্বপ্নের বাস্তবায়নের মাধ্যমে মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হবে- ইনশাআল্লাহ। সভায় উপস্থিত সকল সদস্যদের পরিচয় প্রদান পূর্বক উন্মুক্ত আলোচনার জন্য আহবান জানান। তারই ধারাবাহীকতায় নিম্নোক্ত সদস্যগণ তাদের মতামত ব্যাক্ত করেন:

CamScanner

জনাব মোঃ সোহাগ খান, সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক (খুলনা) বলেন যে, বদলী নীতিমালা বাতিল করতে হবে, সিনিয়র পিআইও স্যারেরা এর সাথে একমত। কর্তৃপক্ষ যদি আলোচনার মাধ্যমে না আসে তাহলে আইনি পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। পরিপত্র সংশোধনপূর্বক মাষ্টারবোল বাদ দিয়ে বিল-ভাউচার ও এমবি'র মাধ্যমে বিল প্রদানের বিষয়ে পদক্ষেপ গ্রহণের অনুরোধ জানান।

জনাব মোঃ মেহেদী হাসান মৃধা, সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক (ময়মনসিংহ) বলেন যে, সমিতির বর্তমান অফিস কক্ষটি প্রয়োজনের তুলনায় ছোট বিধায় বড় একটি অফিস কক্ষের প্রয়োজন। কমিটির সভার জন্য ব্যানার প্রয়োজন এবং আপগ্রেডেশনের জন্য উপকমিটি করা দরকার।

জনাব মোঃ আসলাম হোসেন, সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক (ঢাকা) বলেন যে, অর্গানোগ্রাম মূল এজেন্ডা ধরে কাজ করা দরকার। ফিল্ডের পিআইওদের খোঁজ-খবর রাখা এবং সার্বিক সহযোগীত করা। অধিদপ্তর ও মন্ত্রণালয়ের মধ্যে যে দূরত্ব সেটা মিটানো যায় কিনা, সভার সিদ্ধান্ত সমূহ যেন লিকেজ না হয় সে বিষয়ে কমিটির সকল সদস্যগণকে অধিকতর সর্তকতা অবলম্বন করার বিষয়ে মত প্রকাশ করেন।

জনাব আশীষ কর্মকার, নির্বাহী সদস্য (ময়মনসিংহ) বলেন যে, সকল উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তাদের পরিচয়পত্র (আইডি কার্ড) দেওয়া এবং আপগ্রেডেশন এর বিষয়ে টাইমফ্রেম নির্ধারণ করা।

জনাব মোঃ লতিফুর রহমান, সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক (রংপুর) বলেন যে, বিভিন্ন উপজেলায় অফিস সহকারী, কার্য-সহকারী, অফিস সহায়ক নিয়ে যে সমস্যার সৃষ্টি হয় সেটা সংশ্লিষ্ট সমিতির সাথে আলোচনা করে সমাধান করার বিষয়ে অনুরোধ করেন।

জনাব মোঃ সেহাব উদ্দিন, সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক (রাজশাহী) বদলী সংক্রান্ত বিষয়ের আলোচনায় বলেন যে, ০৩ (তিন) বছর পরপর পিআইও সহ সকল স্টাফদের বদলী করার ব্যবস্থা করা। দ্রুত বিভাগীয় পর্যায়ে সভা আহবান করে সমিতির জেলা কমিটি গঠনের অনুরোধ জানান।

জনাব মোঃ মসফিকুর রহমান, নির্বাহী-সদস্য (চট্টগ্রাম) বলেন যে, অধিদপ্তরের কয়েকজন কর্মচারীর অহেতুক বিড়ম্বনা কারনে অনেক পিআইও অধিদপ্তরে আসতে চায়না তাদের বিড়ম্বনা বন্ধের পদক্ষেপ গ্রহণের বিষয়ে অনুরোধ জানান।

জনাব মোঃ মামুন-অর-রশিদ, নির্বাহী সদস্য (বরিশাল) বলেন যে, নির্দিষ্ট এজেন্ডা এবং টাইমফ্রেম নিয়ে কাজ করতে হবে যাতে কমিটির মেয়াদ শেষে সফলতাসমূহ প্রকাশ করা যায়। পিআইও পদ আপগ্রেডেশন, সংগঠনের আয়ের উৎস এবং আগের কমিটির কাছে কোন ফান্ড আছে কিনা এ বিষয়ে আলোচনার জন্য অনুরোধ করেন।

জনাব স্বপন মাতুব্বর, অর্থ সম্পাদক বলেন যে, এজেন্ডার সাথে সময় নির্ধারণ করে দায়িত্ব দেয়া যাতে কমিটির পরবর্তী সভায় কাজের বিষয়ে জবাবদিহি করা যায়। মাঠ পর্যায়ের বিভিন্ন অভিযোগ যাচাই না করে পিআইও বদলী/হয়রানী বন্ধ করা, অধিদপ্তর ও মাঠ পর্যায়ের ছোট ছোট বিষয়গুলো মহাপরিচালক স্যারের মাধ্যমে সমাধান করা, উচ্চেতর ডিগ্রির অনুমতি গ্রহণ, কল্যান তহবিল গঠন, মাঠ পর্যায়ে আঞ্চলিক পত্রিকাগুলোতে পিআইওদের বিষয়ে মিথ্যা খবর প্রকাশিত হলে যাচাই না করে তদন্ত বন্ধ করা। পিআইও সমিতির গঠনতন্ত্র পরিবর্তন করা প্রয়োজন। আমি খসড়া গঠনতন্ত্র তৈরী করেছি যা সকলের অবগতির জন্য সভায় উপস্থাপন করলাম। তিনি আরও উল্লেখ করেন যে, সাবেক অর্থ সম্পাদক এর সময় বিগত কমিটির কালেকশন ৬৪,২০,০০০/- খরচ ৫৩,৩৯,৯৪৫/- অবশিষ্ট ১০,৮০,০৫৫ টাকা থাকার কথা। কিন্তু সমিতির ব্যাংকে জমা আছে ১৪,৫৬,৯৩৭ টাকা অবশিষ্ট ৩,৭৬,৯১৮ টাকা সাবেক অর্থ সম্পাদক পাবেন। রেগুলার চাঁদা কিভাবে আসবে সেটার বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের অনুরোধ জানান।

জনাব জামিরুল ইসলাম, নির্বাহী সদস্য (চট্টগ্রাম) বলেন যে, বীর নিবাস নিয়ে ঠিকাদারগণের মধ্যে বিরোধ বিষয়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তার বিরুদ্দে তদন্ত করে যা কাম্য নয় এবং সেখানে পিআইও কোন সংশ্লিষ্টতা নেই। তাই পিআইওগণ বীর নিবাসের কাজ বাস্তবায়নে আগ্রহী নয়। এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা জরুরী।

CamScanner

জনাব মোঃ আলী নুর, নির্বাহী সদস্য (ঢাকা) বলেন যে, যুদ্ধের জন্য দরকার হায় ট্রেনিং, জনবল, অর্থ, বর্তমানে আমাদের জনবল আছে। বিগত কমিটির ফান্ডে কি পরিমান অর্থ আছে তা জানা দরকার, কমিটির সদস্যদের মাসিক কত টাকা চাঁদা ধরা হবে, জেলা কমিটি করা, পরবর্তী সাধারণ সভা কবে করা যায়, গঠনতন্ত্র সংশোধন, কল্যান সমিতি গঠন, সমিতির বাইরে প্রয়োজনীয় কাজে কাকে অর্ন্তভুক্ত করা যায় সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়া। সমিতির কোন একাউন্ট না থাকলে একাউন্ট করা। এক্ষেত্রে ব্রাক ব্যাংক/ডাচবাংলা ব্যাংক হলে ভালো হয়। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর কর্তৃক উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তাদের হয়রানি করার বিষয়ে কর্তৃপক্ষের সাথে আলোচনা করা। ০৩ (তিন) বছরের আগে বিনা কারনে কোন উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা কে বদলী করা যাবে না। করলে সমিতির সাথে আলোচনা করে করতে হবে। প্রয়োজন হলে আলোচনা সাপেক্ষে বদলী করা অভিযোগের বিষয়ে আলোচনা করে তারপর, পরবর্তী ব্যবস্থা নেওয়া বিভাগীয় সভা করা সিনিয়র সদস্যদের দায়িত্ব দিয়ে কমিটি করে দেয়া।

জনাব মোঃ মনসুর আলী, নির্বাহী সদস্য (রাজশাহী) বলেন যে, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর এর মাসিক সভায় উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা সমিতির সভাপতি, সেক্রেটারী অর্ন্তভুক্ত করার পদক্ষেপ গ্রহণ, বদলী নীতিমালা বাতিল এবং অডিট টিমের খামখেয়ালীপনা ও দৌরাত্ম কমাতে কাজ করতে হবে।

জনাব আহমেদ উল্যাহ সবুজ, সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক (চট্টগ্রাম) বলেন যে, বহিঃ বাংলাদেশ ছুটির বিষয়ে সমস্যা হচ্ছে, বিভিন্ন কাজের কিছু উপ-কমিটি করা উচিত, সভার রেজুলেশনগুলো যেন উপজেলায় পাঠানো হয় এবং উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা সমিতির ওয়েবসাইট করা হয়েছে সেখানে আমাদের কার্যক্রম প্রকাশ করতে হবে।

জনাব মোঃ মনিরুজ্জামান সরকার, নির্বাহী সদস্য (রংপুর) বলেন যে, বর্তমান অর্থ বছরে বরাদ্দকৃত কম্বল, ঢেউটিন ক্রয়ের জন্য অধিদপ্তর থেকে চাপ দেয়া হচ্ছে। পিপিআর অনুযায়ী বার্ষিক কর্ম পরিকল্পনা ওয়েব সাইডে প্রকাশের নির্দেশনা রয়েছে কিন্তু উপজেলা পর্যায়ে ইজিপি আইডি না থাকায় ক্রয় করা সম্ভব হচ্ছে না, কিছু উপজেলায় টি.আর/ কাবিটা'র পাইলটিং হচ্ছে। সেটা উপজেলা নির্বাহী অফিসার এর স্টাফ এর আইডি দিয়ে করতে হয়। তা পরিবর্তন করে পিআইও অফিসের আইডি খুলে দেওয়ার বিষয়ে অধিদপ্তরের সাথে জরুরি আলোচনা করা প্রয়োজন।

জনাব আবু ছাঈদ মল্লিক, প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক বলেন যে, অডিট টীমকে ম্যানেজ করার প্রবনতা থেকে আমাদের বের হতে হবে। অধিদপ্তর এবং মন্ত্রণালয় আমাদের ভুল পন্থায় পরিচালিত করেছে সেটা করা যাবে না। মন্ত্রণালয়ের অভ্যন্তরীন অডিট এবং সামাজিক নিরাপত্তা অডিট এর দৌরাত্য বন্ধ করতে হবে। উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা কমিউনিটির আলাদা গ্রুপ করা যায় কিনা। বিভিন্ন কাজে আমাদের যারা ক্ষতি করে তাদের নাম প্রকাশ করা।

জনাব মোঃ শফিকুল ইসলাম, নির্বাহী সদস্য (ঢাকা) বলেন যে, অগ্রাধিকার ভিত্তিক ত্রৈমাসিক এবং ষান্মাসিক একটা টার্গেট করে কাজ শুরু করা।

জনাব মোঃ সালাউদ্দিন, সমাজকল্যান ও সংস্কৃতি সম্পাদক সমিতি বার্ষিক বনভোজন আয়োজনের জন্য অনুরোধ জানান।

জনাব মোঃ মহসিন-উল-হাসান, যুগ্ম সম্পাদক, নিজেদের কানেকটিভিটির উপর জোর দিয়ে বিভাগ ও জেলা পর্যায়ে যোগাযোগ বাড়ানোর পরামর্শ প্রদান করেন। প্রয়োজনে জুম মিটিং করে হলেও যোগাযোগ করা। কার জন্য আমরা কোন কাজট করতে পারি নাই সেটা প্রকাশ করে দেওয়ার বিষয়ে মতামত প্রদান করেন।

জনাব মোঃ রাকিবুল ইসলাম, সাংগঠনিক সম্পাদক বলেন যে, সমিতির নির্বাচনে কিছু বাধাগ্রস্থ হয়েছে। যারাবিভিন্ন ভালো কাজে আমাদের ক্ষতি করে তাদের নাম অধিদপ্তরের সামনে ছবিসহ টানিয়ে দেয়া যেতে পারে। সমিতির সদস্য সংখ্যা বিজোড় করা উচিত ছিল, বার্ষিক সাধারণ সভার মাধ্যমে পদ সৃষ্টি বা পরিমার্জন করা।

জনাব মোসাঃ খাদিজা আক্তার, নিবাহী সদস্য (ঢাকা) বলেন যে, পরিপত্র সংশোধন করতে হবে, ব্রিজ এর কার্যাদেশ দিচ্ছে প্রকল্প কার্যালয় কিন্তু টাইম বাড়ানোর জন্য উপজেলা নির্বাহী অফিসার এর চিঠি লাগছে সেটা সাংঘর্ষিক। পিপিআর এর বিষয়ে সকল পিআইওদের টেনিং এর ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

CamScanner

জনাব জাকারিয়া আলম, যুগ্ম সম্পাদক বলেন যে, বিভিন্ন উপকমিটি করা, বিভাগীয় সভা করা, ভৌতিক আইটেম বাদদিয়ে স্কীম তৈরীর সফটওয়্যার প্রস্তুত করে দেওয়া, আগামী সোমবার মন্ত্রণালয়ে পরিপত্র নিয়ে ফাইনাল মিটিং হবে সেখানে আমাদের সংশোধনীগুলো উপস্থাপন করা এবং সভায় আমাদের প্রতিনিধি অন্তর্ভুক্ত করার বিষয়ে অনুরোধ করেন।

জনাব মুহাম্মদ নিয়াজ মোর্শেদ, সহ-সভাপতি বলেন যে, কল্যান সমিতির জন্য উপকমিটি করা। মাসিক কিস্তি ১০০০/- টাকা চাঁদা গ্রহণ এবং বছরে এককালীন ৫,০০০/- টাকা চাঁদা গ্রহণ, মন্ত্রণালয়ে প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা পদ নেই বিধায় মন্ত্রণালয়ে গৃহিত সিদ্ধান্তসমূহ জানা কষ্টসাধ্য। উপজেলা পরিষদের ফান্ড থেকে দুর্যোগে কোন বরাদ্দ নেই, স্থায়ী ট্রেনিং ক্যাম্পাস নেই, ঝুঁকি নিয়ে কাজ করা সত্ত্বেও ঝুঁকি ভাতা নেই, বিভিন্ন দিবসের বরাদ্দের পরিমান বাড়ানো। নতুন নতুন প্রকল্প তৈরীর লক্ষ্যে কাজ করা এবং অঞ্চল ভেদে রেট দেয়া।

জনাব আয়শা সিদ্দিকা, সহ-সভাপতি বলেন যে, আপগ্রেডেশন এবং অর্গানোগ্রাম এর জন্য লবিষ্ট নিয়োগ করা, ফিরোজ স্যারকে দেয়া যেতে পারে। সচিব ও মহাপরিচালক মহোদয়ের সাথে সভা করা, পরিপত্র সংশোধন, অধিদপ্তরের প্রশাসন শাখার কর্মরত কর্মকর্তা ও কর্মচারী বদলী, অডিট শাখার সাথে আলোচনা, অফিস সহায়কদের বদলী নীতিমালা করা।

জনাব মোঃ উবায়েদ উল্লাহ খান, তথ্য ও গবেষণা সম্পাদক বলেন যে, আমাদের পিআইওগণের দাবী ও স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয় নিয়ে মাননীয় উপদেষ্টা ও সচিব স্যারের সাথে আলোচনা করার বিষয়ে মতামত প্রদান করেন।

জনাব শীর্ষেন্দু পুরকায়স্থ, সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক বলেন যে, কাবিখা ও টিআর পরিপত্র সংশোধন করা যেতে পারে।

জনাব মোঃ আসাদুজ্জামান, দপ্তর সম্পাদক বলেন যে, টি,আর কাবিটা কর্মসুচি'র ভ্যাট আয়কর কর্তন করা হবে কিনা এর বিষয়ে সুস্পষ্ট নির্দেশন্য প্রয়োজন। টি,আর কর্মসূচি'র পরিপত্র সংশোধন আবশ্যিক, উপজেলায় উপ-সহকারী প্রকৌশলী, কার্য-সহকারী এবং অফিস সহায়কদের এছাড়াও অনুমোদিত পদে অনুকূলে নিয়োগ প্রদানের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

জনাব রেফাউল আজম, সাধারন সম্পাদক বলেন যে, যারা আমাদের বিষয়ে ক্ষতি করে তাদের ছবি প্রকাশ করা। আমরা যেন সিনিয়র কোন স্যারকে ব্যাঙ্গ করে কথা না বলি। সমিতির অফিস নিচে একটি রুম নেয়া যেতে পারে। বিভিন্ন বিষয়ে উপ-কমিটি গঠন করা সমিতির বাহিরে যে কোন সদস্যকে উপকমিটিতে অর্ন্তভুক্তি করা যেতে পারে ও সমিতির চাঁদার বিষয়ে পরে সিদ্ধান্ত নেয়া যেতে পারে। বদলী নীতিমালা বাতিলের জন্য রেজুলেশন সহকারে সচিব স্যার এবং মহাপরিচালক স্যারের কাছে পাঠানো প্রয়োজন, বহিঃ বাংলাদেশ ছুটির বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া, উচ্চতর শিক্ষা অর্জন এর অনুমতি পূর্বে ছিল এখন অনুমতি দিবে না কেন সে বিষয়ে কর্তৃপক্ষের সাথে আলোচনা করা প্রয়োজন। আজ ভূমিকম্পে ০৩ (তিন) জন মারা গেছে শোক প্রস্তাব গ্রহণের অনুরোধ জানান।

বিস্তারিত আলোচনান্তে সর্বসম্মতিক্রমে গৃহিত সিদ্ধান্তসমূহ নিম্নরুপঃ

ক্রঃ নং	সিদ্ধান্তসমূহ	ব্যবস্থাপনায়
০১.	ভূমিকম্পে যারা মারা গেছে তাদের বিষয়ে শোক প্রস্তাবের সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।	দপ্তর সম্পাদক
০২.	বিভাগীয় সহসাংগঠনিক সম্পাদকগণ যেন সকল উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তাদের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখেবেন। যে সকল উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তাগণ মারা গিয়েছেন তাঁদের পরিবারের সাথে যোগাযোগ রাখার ও তাদের পরিবারকে সর্বাত্মক ও আর্থিক ভাবে সহযোগীতা করার সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।	সাংগঠনিক সম্পাদক ও সহসাংগঠনিক সম্পাদকগণ
০৩.	আপগ্রেডেশন, নিয়োগ বিধি ও অর্গানোগ্রাম হালনাগাদ করণ বিষয়ে উপকমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।	উপকমিটি জনাব শফিউল আলম সাকিব– আহবায়ক জনাব স্বপন মাতুব্বর – সদস্য জনাব শীর্ষেন্দু পুরকায়স্থ – সদস্য জনাব জাকারিয়া আলম – সদস্য জনাব মোঃ আবু ছাঈদ মল্লিক– সদস্য জনাব মোঃ আসলাম হোসেন – সদস্য জনাব মোঃ মহসিন-উল-ইসলাম – সদস্য জনাব মোঃ আসাদুজ্জামান – সদস্য জনাব মোঃ আলী নুর – সদস্য সচিব

CamScanner

ক্রঃ নং	সিদ্ধান্তসমূহ	ব্যবস্থাপনায়
০৪.	বিভাগীয় সম্মেলন ও জেলা কমিটি করার বিষয়ে সাংগঠনিক সম্পাদক, বিভাগীয় সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক ও নির্বাহী সদস্যদেরকে উক্ত বিভাগের সকল সদস্যদের সাথে আলোচনাক্রমে সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের সাথে আলোচনার সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।	সাংগঠনিক সম্পাদক, সহসাংগঠনিক সম্পাদক ও নির্বাহী সদস্যগণ
০৫.	সাধারণ সভার মাধ্যমে নতুন পদ সৃষ্টি করে সদস্য অর্ন্তভুক্ত করার সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়। বাংলাদেশ উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন অফিসার সমিতি নির্বাহী পরিষদের গঠনতন্ত্র উপকমিটি গঠন পূর্বক সংশোধনের জন্য সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।	উপকমিটি জনাব জাকারিয়া আলম - আহবায়ক জনাব মোঃ মহসিন-উল-হাসান - সদস্য জনাব মোঃ ইকবাল কবির - সদস্য সচিব
০৬.	দুই মাস পরপর সরাসরি মিটিং করা হবে মাসের ১ম শনিবার এবং এক মাস পর পর অনলাইনে মিটিং করা হবে এছাড়াও প্রয়োজনবোধে অনলাইনে মিটিং এর বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়। কোন সদস্য ০৩ বার সভায় অনুপস্থিত থাকেলে তার সদস্য পদ বাতিল হবে মর্মে সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।	দপ্তর সম্পাদক
০৭.	কল্যান তহবিল গঠনের লক্ষ্যে একটি গঠনতন্ত্র তৈরীর জন্য সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।	উপকমিটি জনাব স্বপন মাতুব্বর- আহবায়ক জনাব মোঃ আবু ছাঈদ মল্লিক- সদস্য জনাব মোঃ উবায়েদ উল্লাহ খান- সদস্য জনাব আহমেদ উল্যাহ সবুজ- সদস্য জনাব মোঃ সালাউদ্দিন- সদস্য সচিব
০৮.	সচিব মহোদয়, মহাপরিচালক মহোদয় এবং সংশ্লিষ্ট সকলের সাথে মতবিনিময় সভার সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।	সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক
০৯.	কর্তৃপক্ষের সাথে আলোচনাক্রমে সমিতির অফিস কক্ষ নেওয়ার বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।	যুগ্ম সম্পাদক ০২ জন ও দপ্তর সম্পাদক
১০.	পিপিআর সম্পর্কে পিআইওদের প্রশিক্ষণ এর বিষয়ে উপপরিচালক (প্রশিক্ষণ) জনাব ইসমাইল স্যার এর সাথে আলোচনার সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।	জনাব মোঃ মহসিন-উল-হাসান, যুগ্ম সম্পাদক ও জনাব মোঃ আলী নুর, নির্বাহী সদস্য (ঢাকা)
১১.	বদলী নীতিমালা ও বহিঃ বাংলাদেশ ছুটির বিষয়ে কর্তৃপক্ষের সাথে আলোচনা করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।	সভাপতি/ সাধাণর সম্পাদক
১২.	উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তাদের আলাদা whatsapp গ্রুপ খোলার জন্য সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।	প্রচার সম্পাদক, সাংগঠনিক সম্পাদক ও ০৮ বিভাগের ০৮ জন সহঃ সাংগঠনিক সম্পাদক
১৩.	উপজেলা প্রকল্প বাস্তবান কর্মকর্তাদের অফিসিয়াল আইডি কার্ড ও e-GP টেন্ডার আইডি অতি দুত দেওয়ার বিষয়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তের দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তার সাথে যোগাযোগ করার জন্য সিদ্ধান্ত গৃহিত হয় ও জনাব মোহা: হাফিজুর রহমান, প্রধান নির্বাচন কমিশনার এর কাছ থেকে উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন সমিতির ওয়েবসাইটের ইউজার আইডি ও পাসওয়ার্ড বুঝে নেওয়ার জন্য সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।	উপকমিটি জনাব মোঃ উবায়েদ উল্লাহ খান, তথ্য ও গবেষণা সম্পাদক, জনাব মোঃ আসাদুজ্জামান, দপ্তর সম্পাদক ও জনাব মোঃ সেহাব উদ্দিন, সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক
১৪.	কাবিখা পরিপত্র সংশোধনের বিষয়ে উপকমিটি গঠন করার জন্য সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।	উপকমিটি জনাব মুহাম্মদ নিয়াজ মোর্শেদ- আহবায়ক জনাব মোঃ মনিরুজ্জামান সরকার - সদস্য জনাব মোঃ উবায়েদ উল্লাহ খান - সদস্য জনাব মোঃ মহসীন উল হাসান - সদস্য জনাব শীর্ষেন্দু পুরকায়স্থ - সদস্য সচিব
১৫.	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ এবং জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তাগণ ও সকল প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তাকে অফিসিয়াল প্যাড, কলম দেওয়ার সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।	উপকমিটি জনাব মোঃ শফিকুল ইসলাম - আহবায়ক জনাব মোঃ আবু ছাঈদ মল্লিক - সদস্য জনাব মোঃ আবু বক্কর, গোয়ালন্দ, রাজবাড়ি- সদস্য জনাব মোঃ মহসিন-উল-হাসান - সদস্য সচিব

CamScanner

ক্রঃ নং	সিদ্ধান্তসমূহ	ব্যবস্থাপনায়
১৬.	বাংলাদেশ উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন অফিসার সমিতি কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদের পূর্বের ব্যাংক একাউন্ট হিসাব স্থায়ী ভাবে বন্ধ করে নতুন করে গঠনতন্ত্র মোতাবেক ব্র্যাক ব্যাংক, মহাখালী শাখায় একাউন্ট খুলার জন্য সর্বসম্মাতিক্রমে সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়। ব্যাংক হিসাব সমিতির সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক ও অর্থ সম্পাদক এর যৌথ স্বাক্ষরে খুলতে হবে এবং যে কোন দুই জনের স্বাক্ষরে চেকের মাধ্যমে লেনদেন করা যাবে।	জনাব স্বপন মাতুব্বর, অর্থ সম্পাদক

উপরোক্ত বিষয়ে সিদ্ধান্ত মোতাবেক যে সকল সদস্যগণের সমন্বয়ে উপকমিটি ও ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে সে সকল উপকমিটি ও দায়িত্ব প্রাপ্ত সদস্যগণ যে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্বে সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদককে অবগত করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে। উপকমিটি যে কোন উপজেলার উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন অফিসারগণকে সদস্য হিসাবে অর্ন্তভুক্ত করতে পারবেন।

উপকমিটিসমূহের মেয়াদ ০৩ (তিন) মাস এবং প্রতি মাসে সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক-কে কাজের অগ্রগতির বিষয়ে সভায় অবহিত করবেন।

সভাপতি পরিশেষে সিদ্ধান্তসমূহের যথাযথ বাস্তায়নের লক্ষ্যে সকলকে ঐক্যবদ্ধ ভাবে কাজ করার জন্য অনুরোধ জানান। সভায় আর কোন অলোচনা না থাকায় সকলকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে সভার সমাপ্তি ঘোষনা করেন।

২৭/০৭/২৫

(মীর মোর্শেদ রানা)
সভাপতি
কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদ
বাংলাদেশ উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন অফিসার সমিতি।

স্মারক নং- বাউপ্রবাঅস/২০২৫-০২

অনুলিপি সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হলো (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১. মন্ত্রীপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২. সচিব..মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩. অতিরিক্ত সচিব.. মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৪. মহাপরিচালক, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর, ঢাকা।
৫. বিভাগীয় কমিশনার,.............................বিভাগ।
৬. মহামান্য রাষ্ট্রপতির একান্ত সচিব, বঙ্গভবন, ঢাকা। (মহামান্য রাষ্ট্রপতির সদয় অবগত করনার্থে)।
৭. মাননীয় প্রধান উপদেষ্টার একান্ত সচিব, প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়, (মাননীয় প্রধান উপদেষ্টার সদয় অবগত করনার্থে)।
৮. মাননীয় উপদেষ্টার একান্ত সচিব, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়,বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা, (মাননীয় উপদেষ্টার সদয় অবগত করনার্থে)।
৯. পরিচালক..., দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর, ঢাকা।
১০. জেলা প্রশাসক,.. জেলা।
১১. উপজেলা নির্বাহী অফিসার,..................................উপজেলা,................................ জেলা।
১২. সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক, জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন অফিসার কল্যাণ সমিতি।
১৩. জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তা,.. জেলা।
১৪. সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক, ইনস্টিটিউশন অব ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার্স বাংলাদেশ, ১৬০/এ, কাকরাইল, ঢাকা-১০০০।
১৫. জনাব......................, বাংলাদেশ উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন অফিসার সমিতি, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর, ঢাকা।
১৬. সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর কর্মকর্তা-কর্মচারী সংযুক্ত কল্যাণ পরিষদ।
১৭. উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন অফিসার,................................উপজেলা .... জেলা।
১৮. সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর কর্মচারী কল্যাণ সমিতি।
১৯. অফিস কপি।

২৭/০৭/২৫

(রেফাউল আজম)
সাধারণ সম্পাদক
কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদ
বাংলাদেশ উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন অফিসার সমিতি।

CamScanner